দৈনিক জনকণ্ঠ

JUL. 1 0 1998

তারিখ ... JUL 11 1998 ... ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 4 .....

কপিরাইট আইন পাস

সংসদ রিপোর্টার ॥ জাতীয় সংসদে রবিবার কপিরাইট আইন পাস হয়েছে। ১৯৬২ সালে প্রণীত কপিরাইট অধ্যাদেশ রহিত করে জারি

(২- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

(প্রথম পাতার পর)

কপিরাইট আইন

করা নতুন আইনের ফলে দেশে শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নকলপ্রবণতা রোধ হবে, বিকাশ লাভ করবে সৃজনশীল প্রতিভা। আইনটি পাসের আগে সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের নতুন আইনকে শিল্প-সাংস্কৃতিক অঙ্গনে স্থাপিত মাইলফলক বলে উল্লেখ করেছেন।

কপিরাইট আইন কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকার একটি কপিরাইট অফিস স্থাপন করবে এবং এর জন্য একজন রেজিস্ট্রার ও ডেপুটি রেজিস্ট্রার নিয়োগ দেবে। এছাড়াও গঠন করা হবে একটি কপিরাইট বোর্ড। একজন চেয়ারম্যান ও দুই থেকে ছয় জন সদস্য নিয়ে বোর্ড গঠিত হবে। কপিরাইট অফিসের রেজিস্ট্রার বোর্ডের সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। বোর্ড সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালিত করতে পারবে। আইনে কপিরাইটের একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয় এবং মালিকানা স্বত্ব সংরক্ষণ, অধিকার, হস্তান্তর, আইন লঙ্ঘনের শাস্তি ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আইনটি পাসের আগে প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, কপিরাইট সংরক্ষণের বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ বিশ্ব কপিরাইট সম্পর্কিত সকল কনভেশন এবং রেজুলেশনে স্বাক্ষর করেছে। বর্তমানে দেশে প্রচলিত '৬২ সালের অধ্যাদেশ প্রচলিত রয়েছে, যা আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও চুক্তির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। আইনকে যুগোপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যেই নতুন এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে এবং সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশে কপিরাইট ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নতুন কপিরাইট ব্যবস্থা চালু হলে লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, চলচ্চিত্রকার, সুরকার, প্রযোজক, প্রকাশক, কম্পিউটার সফটওয়্যার প্রস্তুতকারক, সম্প্রচারকারী সংস্থা, রেকর্ড প্রস্তুতকারক ইত্যাদি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সৃষ্ট কর্মের কপিরাইট সংরক্ষণ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রতিষ্ঠিত হবে স্রষ্টার অধিকার।